Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 51& 52
July-Sept. & Oct.-Dec. 2017

নারীর উত্তরাধিকার : সমতা ও অপপ্রয়োগ

Women's Inheritance: Equality and Misapplication

Mohammad Maseehur Rahman*

ABSTRACT

The distinctive and the preeminent feature of the Islamic ideology is its law of Inheritance. How we are to lead our life with all the necessities during our life span and even after death, how the properties to be distributed to the deserving ones and looked after, so no issue occurs, every minute details is mentioned in this law. Ofcourse, the law made by Islam is the most scientific and logical. In this article, which hasbeen prepared through analytic and described methods the only motive that has been indicated is the respect and lineage of the women in society. Not only that she should not be deceived, but the relationship between men and women, their needs, have been given the highest priority. Side by side, the security of the women is also mentioned here. It has also been proven, that the women have been given the highest part of property in the law of Inheritance.

Keywords: Islam; women; women's inheritance; law of inheritance.

সারসংক্ষেপ

ইসলামী জীবন বিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অপার সৌন্দর্য হলো এর উত্তরাধিকার বিধান। এ বিধানে মহান আল্লাহ মানুষের জীবদ্দশায় তার সকল প্রয়োজনের কথা যেমনিভাবে বিবেচনায় রেখেছেন, তেমনি তার মৃত্যুর পরও তার রেখে যাওয়া সম্পদ নিয়ে যেন কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয় এবং প্রকৃত প্রাপকেরা যেন এর উত্তরাধিকারী হতে পারে সে লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করেছেন। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের প্রণীত বিধান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক। বর্ণনা, ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধটিতে একথা প্রমাণের প্রয়াস চালানো হয়েছে যে, ইসলামী জীবন বিধানে নারী কিংবা অন্য কাউকেই ঠকানোর তো প্রশ্নই আসে না; বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের বেলায়ই তার প্রয়োজন ও চাহিদা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যদের প্রয়োজন ও চাহিদাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।সেই সাথে একজন নারীর আপদকালীন নিরাপত্তার কথাকেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, সার্বিক বিবেচনায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে একজন পুরুষকে নয়, বরং একজন নারীকেই যে অধিক অংশ দেয়া হয়েছে।

মূলশব্দ: ইসলাম; নারী; নারীর উত্তরাধিকার; উত্তরাধিকার আইন।

* Dr. Mohammad Maseehur Rahman is an Associate Professor and Head of the department of Arabic, Aliah University, Kolkata, India. email: maseehur@gmail.com

ভূমিকা

নারী হোক বা পুরুষ, প্রত্যেকের জীবনে অর্থনৈতিক অধিকার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তা অস্বীকার করবার উপায় কারো নেই। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে নারী ও পুরুষের প্রাপ্যাংশ নিয়ে আলোচনা প্রায় সর্বত্র তুমুল ভাবে আজও চলে। বিশেষত, এ প্রসঙ্গে ইসলামি নীতির সমালোচনায় আজ কী প্রাচ্য কী প্রতীচ্য সকলেই মুখর। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দ্বারাই এক জন ব্যক্তি সমাজে নিজ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। তাই কম বেশি প্রায় সব আইন-কানুনই নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এমনকি দাসে পরিণত করে রেখেছে। তবে ইউরোপ যখন এই অবস্থার অবসান চেয়ে নারীকে উপার্জনশীল করে তুলল, অজান্তেই তাঁরা এক অমঙ্গল ডেকে আনল। কিন্তু, ইসলাম এই দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে নারীকে উত্তরাধিকারের অধিকার দান করেছে। তার উপর তাঁর পূর্ণ মালিকানা ও স্বত্ব কায়েম হয় এবং সেই অর্থ ব্যয় করার অধিকার তার পিতা, স্বামী বা অন্য কারও নেই। উপরন্তু কোন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করলে অথবা নিজ শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করলে তারও সে মালিক হবে। এতদসত্ত্বেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর। স্ত্রী যতই ধনবান হোক না কেন, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হতে স্বামী মুক্ত হতে পারে না। এভাবে ইসলামে নারীর আর্থিক অবস্থাকে এত সুদৃঢ় করে দেওয়া হয়েছে যে, অনেক সময় নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ভালো অবস্থায় থাকে।

উত্তরাধিকার নীতি ও নারী

কুরআনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বহু আয়াত রয়েছে। তার মধ্যে এই একটি আয়াত "পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে" (Al-Quran, 4:11) -এ নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি নীতির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। অনেকে এই আয়াতকে কেন্দ্র করে ইসলামে নারীর মর্যাদার ব্যাপারে নানা সংশয় সৃষ্টি করেছে এবং উত্তরাধিকারে পুরুষ ও নারীর এই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে ইসলামকে বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ করেছে। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি যে, এখানে

'নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের অর্ধেক' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সর্বক্ষেত্রের জন্য নয়। সর্বক্ষেত্রে সমস্ত নর ও নারীর জন্য এই নীতিই সাব্যস্ত হবে, এমনটা নয়। কুরআনে একথা বলা হয়নি যে, উত্তরাধিকারী ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যেকোনো দু'জন নারীর সমপরিমাণ অংশ একজন পুরুষ পাবে। বরং কুরআন বলেছে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে দু'জন কন্যার সমপরিমাণ অংশ একজন পুত্র পাবে। অর্থাৎ এই পার্থক্য উত্তরাধিকারের সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য নয়। বরং এই বিধান বিশেষ ও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য।

ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানসমূহের সঠিক পর্যালোচনার পর বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উত্তরাধিকারী পুরুষ ও নারীর অংশে এই পার্থক্যের মানদণ্ড পুরুষ বা নারী হওয়া নয়, বরং উত্তরাধিকারের এই দর্শনের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার মহাপ্রজ্ঞা কাজ করছে। ওই সমস্ত লোকেরা এই প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম যারা পুরুষ ও নারীর উত্তরাধিকারের কিছু ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য থেকে প্রমাণ করতে চায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর ব্যক্তিসত্তা পূর্ণাঙ্গ নয়।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে পুরুষ ও নারী উত্তরাধিকারীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা তিনটি মৌলিক মানদণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে:

ক. লিঙ্গ-সমতা

লিঙ্গ-সমতা (Gender Equality)-কে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ে যে ঝড় তোলা হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান বলে যে প্রচারণা চলছে, তার কেন্দ্রবিন্দু হল- নারী ও পুরুষ উভয়ে সমপর্যায়ের।এমনকি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, নারী ও পুরুষ একই আত্মা হতে সৃষ্ট। তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী নয় একে অপরের পরিপূরক। (Al-Quran, 4:25) তাই এক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোন সম্বন্ধে পাঠকের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ। কুরআন ও হাদিসে যত প্রকার আদেশ ও নিষেধ এসেছে তা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। নামায, রোযা, হজ, যাকাত এমনকি সামাজিক সর্ব প্রকার রীতিনীতিতে একই ধরণের আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। তবে উত্তরাধিকার-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেকটাই বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার ও অন্যান্য সকল সামাজিক ক্ষেত্রে সমতার সাথে সাথে 'আদল' কে ইসলাম মানদণ্ড বানিয়েছে। 'আদল' হল, যাকে যে পরিমাণ দায়িত্ব দেওয়া হয় ঠিক সেই অনুপাতে তাকে অধিকার প্রদান করা। (Ibn Manjur 2004, 11/430) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকেই পুত্রের আর্থিক দায়ভার তার নিজের উপরেই বর্তায়। (Al-Quran, 2:228)

বিবাহের পর স্ত্রী এবং সন্তানদের দায়ভারও তার উপরেই বর্তায়। অনেক ক্ষেত্রে অসহায় পিতামাতা ও ছোট ছোট ভাইবোনদের দায়ভারও তাকেই নিতে হয়। অপরদিকে কন্যাকে নাতো নিজের দায়ভার নিতে হয় আর না পিতামাতার। এমনকি তার নিজের দায়ভার বিয়ের আগে পিতা ও বিয়ের পরে স্বামীকে নিতে হয়। আর এ কারণেই উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে কন্যাকে পুত্রের অর্ধেক প্রদান করা হয়।

খ. উত্তরাধিকারীদের নৈকট্য ও দায়িত্ব

পুরুষ ও নারী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কে মৃতের অধিক নিকটবর্তী- উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক। যে ব্যক্তি মৃতের যত বেশি নিকটবর্তী হবে উত্তরাধিকারে সে তত বেশি অধিকারী হবে। যে যত দূরের হবে উত্তরাধিকারে সে ততই কম অংশ পাবে। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের লিঙ্গ বিবেচনাযোগ্য নয়। তাছাড়া যে উত্তরাধিকারীরা জীবনের প্রায় সব স্তরে থাকে এবং তাদের উপর অধিক দায়িত্বভার অর্পিত হয় তারা অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ পাবে ওই সব উত্তরাধিকারীদের তুলনায় যারা জীবনের কোন কোন স্তরে থাকে এবং তাদের উপর দায়িত্বভারও কম বর্তায়।বরং তাদের দায়দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপে।

গ. উত্তরাধিকারীদের লিঙ্গ পরিচিতি গুরুত্বহীন

উত্তরাধিকারীদের পুরুষ বা নারী হওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।কারণ, মৃতের মেয়ে তার মা অপেক্ষা বেশি অংশ পায়, অথচ উভয়ই নারী। মৃতের মেয়ে মৃতের পিতা অপেক্ষা বেশি অংশ পায়, যদিও সে দুগ্ধপোষ্য শিশুকন্যা হয় এবং মৃত পিতার আকৃতি পর্যন্ত তার মনে না থাকে।তাই মৃত ব্যক্তি যদি পিতা ও কন্যাকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তাহলে কন্যা একা অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে।অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তি যদি পিতা ও পুত্র রেখে মারা যায় তাহলে পুত্র পিতার থেকে বেশি অংশ পাবে, অথচ দু'জনই পুরুষ। তাই, উত্তরাধিকারীদের লিঙ্গ পরিচিতি কখনোই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উত্তরাধিকার নীতি ও নারীপুরুষের প্রাপ্যাংশের পার্থক্য

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের মৌলিক মানদণ্ড অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ও সুসংগত।সে বিষয়ে মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ ও গভীর অধ্যয়ন খুব জরুরী। উত্তরাধিকারীর পুরুষ বা নারী হওয়ার সাথে এই মানদণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব উত্তরাধিকারীদের নৈকট্য ও তাদের স্তর যদি এক ও অভিন্ন হয়, যেমন মৃতের পুত্র ও কন্যা, তাহলে আর্থিক দায়িত্বভারই তাদের উত্তরাধিকারের অংশে পার্থক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই কুরআন সকল উত্তরাধিকারীর মধ্যে এই পার্থক্যের বিধান দেয়নি। বরং একে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য

দু'মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। (Al-Quran, 4:11) এই ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ হল, পুরুষের উপর, অর্থাৎ মৃতের পুত্রের উপর তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। অপরপক্ষে মৃতের কন্যা এবং তার সন্তান-সন্ততির সমস্ত দায়িত্বভার অর্পিত হয় তার স্বামীর উপর। তাই যদিও ভাই বোনের দ্বিগুণ এবং বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাচ্ছে, তবুও যদি সত্যিকারে দেখা যায় তাহলে বোনও বেশ লাভবান হচ্ছে; কারণ তার উপর কোনো রকম ব্যয়ভার থাকে না, বরং পুরোটাই তার পুঁজি। পুরোটাই সে সঞ্চয় করতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগও করতে পারে। বিপদ-আপদে সেই অর্থ-সম্পদ তার জন্য অনেক উপকারী হয়। এটাই আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা যা হয়তো অনেকেই অনুধাবন করতে পারে না।

উত্তরাধিকারের বিষয়াদি ও তার বিভিন্ন রূপরেখা পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে-

(ক) চারটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়।

(খ) বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অংশ একদম সমান থাকে।

(গ) দশ বা তার থেকেও বেশি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী বেশি অংশ পায়।

(ঘ) কিছু ক্ষেত্রে কেবল মহিলারাই অংশ পায় এবং পুরুষ বঞ্চিত হয়।

সহজ করে বললে, ত্রিশ বা তার থেকেও বেশি ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের সমান অংশ পায়, অথবা তার থেকে বেশি পায়, অথবা মহিলা উত্তরাধিকারী অংশ পায়, কিন্তু সমস্তরের পুরুষ উত্তরাধিকারী বঞ্চিত হয়। অপরপক্ষে শুধুমাত্র চারটি ক্ষেত্রে মহিলা উত্তরাধিকারী পুরুষ উত্তরাধিকারীর অর্ধেক পায়। উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে এটাই প্রকৃত ইসলামি দর্শন। ফারায়িয (উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত ইসলামি নীতিমালা) বিদ্যার সমস্ত বিষয় ও ক্ষেত্র পর্যালোচনা করে এটাই প্রমাণিত হয়। উত্তরাধিকার বণ্টনের মানদণ্ড পুরুষ বা নারী হওয়া নয়; যদিও অনেকে তেমনটাই ধারণা করে।

নারীর উত্তরাধিকার ও বর্তমান মুসলিম সমাজ

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত। তা সত্ত্বেও বর্তমানে মুসলিম সমাজে নারীর উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছু ক্ষেত্রে যৌতুক দেওয়ার দরুণ পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দেয়। আবার কখনো কন্যাদান (জামাই ও মেয়ে বিদায়) এর রীতির প্রভাবে তার বিয়েতে যাবতীয় খরচের অজুহাত দেখিয়ে তাকে তার প্রাপ্য সম্পদ হতে বঞ্চিত করা হয়; যদিও ছেলের বিয়েতেও অনুরূপ অর্থ ব্যয় হয়, কখনো তার দ্বিগুণ খরচ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে অমন কোন উদ্ভট যুক্তি দেখানো হয় না।আবার অনেক সময় সুসম্পর্ক বজায় রাখার দোহাই দিয়ে পিত্রালয়ে তার আসা যাওয়ায় কোন অসুবিধা যেন না হয়, এমনকি সুখে দুঃখে ভাইয়েরা পাশে দাঁড়াবে এই প্রলোভন দেখিয়ে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

হয়।এই মনোভাবই জন্ম দিয়েছে উর্দুর এই প্রবাদটি 'লাড়কিয়াঁ পারায়ে ঘর কি হোতি হ্যাঁয়'। প্রায় প্রতি সমাজেই আজকাল এই ধারণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যে, মেয়েকে তো অন্যের বাড়ি যেতে হবে।আর এই বদ্ধমূল চিন্তার ফলে তাকে সব সময় পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আলাদা করে রাখা হয়। এমন বঞ্চনার নানান ঘটনা প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়।

এর দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা হল।

আব্দুস সালাম (নাম পরিবর্তিত) এর সাত পুত্র ও চার কন্যা। সম্পত্তি পঞ্চাশ বিঘেরও বেশি। চার কন্যা দুই পুত্রের সমপরিমাণ সম্পদ পাওয়ার আশঙ্কায় তিনি জীবদ্দশায় জমিজমা সাত পুত্রের নামে লিখে দেন। তবে আঠারো বিঘা জমি তিনি নিজের মালিকানাধীন রেখে মারা যান। যাতে করে কন্যারা শরিয়তি আইন অনুযায়ী এক বিঘের বেশি না পায়; আর ছেলেরা তাতেও যেন দু বিঘে করে ভাগে পায়।অথচ এই ধর্মপরায়ণ মানুষটি সম্পদ থেকে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে বাৎসরিক ইসালে সাওয়াব মহফিলের জন্যে প্রায় পাঁচ বিঘে জমি দান করে যান, যাতে মৃত্যুর পরেও তার পুণ্যের ধারা বজায় থাকে। তার ইন্তিকালের পরে সাত ধর্মপরায়ণ পুত্র, যার মধ্যে একাধিক হাজি সাহেব, শরিয়তি আইন মোতাবিক সম্পদ বণ্টন করলেন। বোনেরা বার বার একটু বেশি পাওয়ার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে করুণা হল না। তারা শরিয়তি বিধানের দোহাই দিয়ে এক বিঘার এক বিঘতও বেশি দিল না।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন এই বোনেরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সেই এক বিঘা করে জমি বিক্রি করে নিজ বার্ধক্যে অতীব প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে চাইল, তখন তাদের ভাইপোরা নানা কৌশলে তাদের এই সম্পত্তিও জলের দামে হাতিয়ে নিল।

লক্ষ্যণীয়, এই বোনেরা নিজ পিতা, ভাই ও ভাইপোদের দ্বারা কীভাবে বঞ্চনার শিকার হল। বলা বাহুল্য যে নারী নিজ পিত্রালয়ে তিন প্রজন্ম কর্তৃক বঞ্চিত হয় তারা স্বামী গৃহে আর্থিক মর্যাদা আর কতটা পেতে পারে! বর্তমানে মুসলিম সমাজের পরতে পরতে এই আব্দুস সালামদের দ্বারা কত নারী প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে।

কেবল 'আমার সম্পত্তি' এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার জীবদ্দশায় পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ সন্তানদের একাংশকে (কন্যাদের) বঞ্চিত করে অপর অংশকে 'পাইয়ে দেওয়ার' হীন মনোভাব যে ইসলামে কতটা নিন্দনীয় তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে উপলব্ধ হয়।

"হযরত নো'মান বিন বাশীর বলেনঃ তাঁর পিতা তাকে নিয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ আমি আমার এই পুত্রকে একটি

ক্রীতদাস দান করছি।নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কি এইভাবে তোমার সকল সন্তানকে দিয়েছো? তিনি বললেনঃ না।অতঃপর রসূল (সঃ) বললেনঃ তাকে ফিরিয়ে নাও। এক বর্ণনায় আছে, এ বিষয়ে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও, আমি অন্যায়-অত্যাচারে সাক্ষী হতে পারি না । (Tirmidi, 3682)

বলে রাখা ভাল, এ আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ যে, আব্দুস সালামের মত লোকেদের বংশধরেরা পরবর্তীতে সেই জমিতেই আটকে থেকেছে শুধু মাত্র সেই পৈতৃক সম্পদের রক্ষক রূপে। তারা সমাজে উল্লেখযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।তাহলে, এটা কি এক প্রকারের অভিশাপ নয়? তাদের সম্পদগুলি কি এ কারণেই অভিশপ্ত হয়ে গেছে?

উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা পাপ

উত্তরাধিকারের পরিমান যেহেতু বিধিবদ্ধ, তাই সে বিষয়ে কোন সমস্যা নেই। মেয়েদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করাই হল বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। অথচ মেয়েদের এই উত্তরাধিকার "আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ"। (Al-Quran, 4:11) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্দিষ্ট করা একটি আদেশ। এবং কুরআনে অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমারেখা; আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের অনুগত হয়, তাদেরকে তিনি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচে আছে প্রবহমান নদী; সেখানে তারা সদা থাকবে; আর এটাই বড় সাফল্য। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তিনি তাদের আগুনে নিক্ষেপ করবেন, যেথায় তারা সর্বদা থাকবে। আর তাঁর জন্যে আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।' (Al-Quran, 4:13-14)

সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনে ধার্মিকতার আড়ালে কন্যাসন্তানদের বঞ্চিত করার প্রবণতা একাধারে যেমন চাতুর্য্যের নামান্তর, তেমনই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশকে অবজ্ঞা করার এক অপরিনামদর্শী স্পর্ধা ব্যতীত কিছু নয়।উপরোক্ত আয়াতেই আল্লাহ পাক তাঁর অনুগতদের জন্য চিরন্তন পুরস্কার ও সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ঘোষণা করেছেন।

উপসংহার

বর্তমানে অনেক সময় দেখা যায়, মুসলিম সমাজে বহু পরিবারে ভাইয়েরা বোনদের অংশ হাতিয়ে নেয়। অনেক সময় পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মাকেও তারা বঞ্চিত করে দেয়। আর এসব দেখে শুনে অনেকে ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার হয়ে ইসলামকে আক্রমণ করে বসে। অনেকে এসব বঞ্চনা দেখে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এসবের বিচার বিশ্লেষণ করে এবং উত্তরাধিকার বণ্টনের

প্রজ্ঞাময় ও যুক্তিসম্মত নীতিমালাকে লিঙ্গ বৈষম্যের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। আর এসব কারণে উত্তরাধিকারে সমতার জিগির তুলে চারপাশে যেসব অপপ্রচার চলছে তার প্রতিউত্তর ও সমাধান মুসলিম সমাজকেই করতে হবে। মুসলিম নারীদেরকে নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং নারী পুরুষ উভয়কে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।